# একরঙা

২০২০ সাল থেকে শুরু হয়েছে আমাদের একরঙা জীবন। কোভিড - ১৯ যেন ধূমকেতুর মত এসে আমাদের গোটা জীবন থেকে সব রঙ কেড়ে নিয়ে চলে গেল। প্রথমে এল লকডাউন আর সেই সঙ্গে আমাদের জীবনের সব আনন্দের রঙগুলো যেন কমতে শুরু করল। জীবনটা কেমন একরঙা হয়ে উঠল।

ঘরের মধ্যে বন্দী জীবন, জানালার ফ্রেমে আটা নীল আকাশ, পরিবারের চেনা মানষুগুলোর মুখ - এই যেন জীবন হয়ে দাঁড়ালো আমাদের। বাইরের জগত, তার আলো বাতাস , ছোট ছোট খুশি , আনন্দ সব কিছুর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব নেই , কেবল ফোনে কথা বলা। স্কুল নেই, কেবল অনলাইনে ক্লাস ।

শিক্ষকদের দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাও বড়ো দূর থেকে। নেই দুর্গা পুজোর সময় বাইরে বেড়িয়ে ফুচকা খাওয়া; প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা, বড়োদিনের সময় পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে কেক খাওয়া, পয়লা বৈশাখের সময় নতুন জামা কেনা - কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই দিনগুলো। গত দুবছরে কত পরিচিত মানষুদের হারিয়েছি আমরা । খবরের কাগজ পড়ে জানতে পেরেছি ভারতের কোণায় কোণায় কেবল মৃত্যুর মিছিল। কত সুন্দর সদ্য ফোটা জীবন কেড়ে নিয়েছে কোভিড । এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যাবে ভাবতেও পারিনি।

আমরা এসে দাঁড়িয়েছি কেমন যেন এক অদ্ভুত জীবনের সামনে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যৌথ পরিবারের সন্তান । বাড়িতে বাবা মা ছাড়া, ঠাকুমা, ঠাকুরদা এবং ভাইও আছে। তাই আমার সময় কেটে যায় ভাইয়ের সাথে খুনসুটি করে, ঠাকুমার সাথে গল্প করে, মায়ের কাজে সাহায্যের ভিতর দিয়ে। মন খারাপ হয়ে যায় তখন, যখন বন্ধুদের মুখে শুনি ওরা ভীষণ একা হয়ে পড়েছে। ওদের জীবন ভীষণ একরঙা। তখন আমারও মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে যায় ।
ঘর বন্দী এই একরঙা বিবর্ণ দিনগুলো কবে কোথায় শেষ হবে তা আমরা কেউ জানি না। অপেক্ষা করে আছি আলো ঝলমল রামধনু রঙে মেশানো রঙিন দিনগুলির জন্যে ।

সৌমিলি নাথ ( Shoumili Nath )
দশম শ্রেণি ( Class 10 )
' ঘ ' বিভাগ (Section - D )

# একরঙা

"কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবাই সমান রাঙা"--- কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "জাতির পাঁতি" কবিতাটা যখন প্রথম পড়েছিলাম, তখন এর মানেটা ততটা স্পষ্ট ছিলনা যতটা আজ মনে হয়। আজ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি যে, জাতপাতের ভেদাভেদ করা বৃথা, গায়ের রঙ দেখে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা মূর্খতা, ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা ঠিক নয় , আসলে আমাদের সকলের রক্তের রঙই লাল। আমাদের একটাই পরিচয় - আমরা মানুষ, আমরা সত্যি সত্যি ভিতর থেকে সবাই এক রঙা।

চলনে-বলনে, আচার-আচরণে মানুষে-মানুষে কতই না ফারাক তবু জগৎ জুড়ে একটাই জাতি রয়েছে আর সে জাতি হলো মানুষ জাতি। তাদের ধর্ম , রীতি-নীতি আলাদা হতে পারে কিন্তু মানবিকতা , মনুষ্যত্ব তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে ; সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একই রঙে রঙিন সবাই। আমরা সবাই যদি ভেদাভেদ ভুলে, উচ্চ-নীচ ভুলে একে অপরের পাশে দাঁড়াই, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, পারস্পরিক সহমর্মিতা দেখাই তবেই আমরা নিজেদের মন থেকে এক রঙে রঞ্জিত মানুষ বলে দাবী করতে পারব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা যদি এটা বুঝতে পারি যে একই আকাশের তলায় আমরা রয়েছি, একই সূর্য চন্দ্রের আলো আমরা পাই, একই পৃথিবীর বাসিন্দা আমরা সবাই তবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। আমরা আসলে সকলেই এক, সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী।

একটা কথা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে যে, আঘাত পেলে কিন্তু সবাই একই রকম ভাবে আহত হয়, ক্ষুধা-পিপাসায় সবাই কিন্তু একই ভাবে কাতর হয় আবার আনন্দে সবার মন একই ভাবে পুলকিত হয়ে ওঠে। দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সবাই একই ভাবে যুঝি । এককথায় বলতে গেলে ভিতর থেকে সবাই আমরা একরঙা। এই সত্যটা সারা পৃথিবীর মানুষ যদি সবাই উপলব্ধি করতে পারে তবে হিংসা , দ্বেষ-ঘৃণা, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ — সব কিছুই প্রতিহত করা সম্ভব।

আজ অতিমারীর সঙ্কটকালে, এই কথাগুলো সবার উপলব্ধি করা খুব প্রয়োজন। আমরা এমন একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে ছোট্ট একটা ভাইরাস সবার চিন্তা, ভয় আর আতঙ্ককে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা এখন সবার একমাত্র লক্ষ্য। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এখন বেঁচে থাকার লড়াইটাও এক হয়ে গেছে। মৃত্যুভয়, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা আমাদের একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে আমরা জীবনকে সমান ভাবে উপলব্ধি করছি, যেখানে সব পার্থক্য, সব ফারাক দুরে সরে গেছে। মৃত্যুভয় বা বাঁচার তাগিদ — যে কোনো কারণেই হোক না কেন, আমরা একরঙা আলোয় আলোকিত হয়ে, সহস্র মনকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছি। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো সত্যি।

অভিপ্রীতি সেন (Abhipriti Sen)
দ্বাদশ শ্রেণি (Class 12)
'ঘ' বিভাগ (Sec D)

# একরঙা

আজকাল আমাদের জীবনটাই হয়ে উঠেছে একরঙা। জীবনের একমাত্র রং বলতে গেলে, 'সাদা'। বিজ্ঞান বলে যে সাদা রঙের মধ্যেই মিশে আছে আরো নানান রঙ। কিন্তু মজার বিষয় হলো যে, আমরা মানুষেরাই ঠিক করি যে আমরা কোন সময় নিজেদের জীবনে কোন রং নিয়ে বাঁচবো।

যদি কথা বলি একটি অল্পবয়েসী মেয়েকে নিয়ে, সে নিজেই ঠিক করে কোন সময়ে তার জীবনে সে কোন রংটিকে স্থান দেবে। যখন সে খুব আনন্দিত বা উচ্ছ্বসিত হবে, সে তখন তার জীবনে হলুদ বা গোলাপি রংকে নিয়ে বাঁচবে। আর যখন সে উত্তেজিত হয়ে উঠবে বা প্রচন্ড রেগে যাবে, সে তখন তার জীবনে লাল রংকে নিয়ে বাঁচবে।

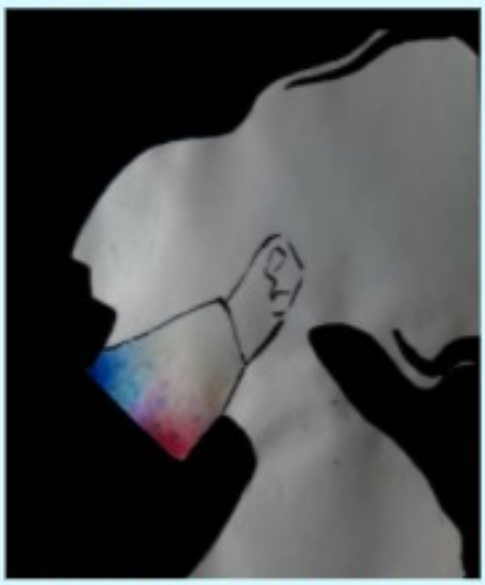

এবার যদি কথা বলি একজন মধ্যবয়স্ক গৃহিনীকে নিয়ে, সে বহু বছর সংসার করেছে, তার পরিবারের সকলের যত্ন করেছে এবং আজ সে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে তার কথার এখন বেশ দাম আছে সংসারে। সে এক বেশ রাজকীয় স্থান বানিয়ে ফেলেছে নিজের জন্যে। এই সময়ে তার খুব অহংকার হয় তার স্বামী, সন্তান এবং পরিবারকে নিয়ে। আর এই অহংকারের জন্যেই সে নিজেকে এবং তার প্রিয় মানুষদেরকে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করে। এই অহংকারী গৃহিনী, এখন তার জীবনে বেগুনি রংটিকে নিয়ে বাঁচতে চায়।

এইবার যদি উদাহরণ দিই আজকের এই কোরোনা ভাইরাসের পৃথিবীর। হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন, আবার অনেকেই বেঁচে আছেন তবে মনটার যেন মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতেও আমাদের সংকোচ বোধ হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের সকলের জীবনের একমাত্র রং হলো 'সাদা' যা বোঝায় যে আমরা সকলেই একসাথে থেকেও, যেন বড়ো একা। আমরা সবাই খুব ঠান্ডা এবং নিস্তব্ধ হয়ে গেছি। জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। কেউ যেন চেষ্টাই করছি না জীবনে আনন্দে, সুখে এবং শান্তিতে থাকতে। আজ আমরা সকলে যেন ছেড়েই দিয়েছি সব আশা। এবং এই কারণেই আমরা নিজেদের জীবনে লাল, হলুদ, গোলাপি, সবুজ, নীল, এই বিভিন্ন রংগুলিকে প্রবেশ করতে দিচ্ছিনা। সেই একটা রংকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছি।

আসলে, আমরা কখনোই জীবনে সব রং নিয়ে বাঁচতে চাইনা, বা হয়তো পেরে উঠিনা। জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমরা শুধু 'একরঙা' হয়ে বাঁচি। যেইদিন আমরা সকলে, নিজেদের জীবনে সব রং নিয়ে বাঁচবো, সেইদিন আমরা জীবনের আসল অর্থ খুঁজে পাবো এবং আমাদের সকলের মনে একটি সুন্দর রামধনু অঙ্কিত হবে।

(সরোজিনী নাইডুর " Bangle Sellers" অবলম্বনে।)

সুহানী দাস (Suhaani Das)
দশম শ্রেণী (Class 10)
গ বিভাগ (Section C)